গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা

এবং

প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর বাংলাদেশ এর মধ্যে
স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা	১
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	২
সেকশন ১: কার্যাবলি	৩
সেকশন ২: কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৪-৬
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	৮
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি	৯
সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য দপ্তর/সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা	১০

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সুশাসন সংহতকরণ

এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রুপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে :

বন সংরক্ষক, বন্যপ্রানী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল , ঢাকা

এবং

প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর এর মধ্যে

২০১৮ সালের জুন মাসের ২০ তারিখে এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন :

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ-

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) অর্জনঃ

প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ উন্নয়ন ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৪১ টি এলাকাকে রক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ২টি Vulture Save Zone (২৭,৭১৭.২৬ বর্গ কি.মি.) এবং একটি মেরিন প্রটেকটেড এরিয়া (১৭৩৮ বর্গ কি. মি.) ঘোষনা করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী পাচার রোধে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ এর অধীনে বন বিভাগ বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন করে যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ৪০,৪৬০ টি বন্যপ্রাণী উদ্ধার করা হয়েছে এবং অপরাধ সংশ্লিষ্ট মোট ৩২৫ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গবেষণা, স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। নমুনা সংরক্ষণের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য উদঘাটন ও মামলার ক্ষেত্রে তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করার জন্য ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে গত ২০১৫ সালে বিভিন্ন প্রজাতির ১৬১৯ টি বন্যপ্রাণীর রেড লিষ্ট প্রণায়ন করা হয়েছে।

ক্যামেরা ট্রাপিং এর মাধ্যমে সুন্দরবনে বাঘ শুমারী পরিচালিত হয়েছে। একইভাবে স্পুন বিল, স্যান্ড পাইপার, শকুন, সামুদ্রিক কচ্ছপ, হাতি, ডলফিন, কচ্ছপ, কুমির জরীপ ও বিভিন্ন প্রকার গবেষণামূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহঃ-

১। ভূমি দস্যূদের জবর দখলের হাত থেকে প্রোটেকটেড এরিয়া, বন ভূমি রক্ষা করা;
২। দেশী-বিদেশী অবৈধভাবে বন্যপ্রাণী ক্রয়-বিক্রয়কারী পাচারকারীদের হাত থেকে বন্যপ্রাণী রক্ষা করা;
৩। জবর দখল, বসতি স্থাপন ও নগরায়নের ফলে প্রটেকটেড এরিয়ায় ইকো সিস্টেম হুমকীর সম্মুখীন হওয়ায় বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ করা;
৪। রাজস্ব খাতে জনবল ও অর্থ সংকটের প্রেক্ষাপটে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা;
৫। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প SRCWP এর মেয়াদ ডিসেম্বর/২০১৬ মাসে সমাপ্ত হওয়ার প্রেক্ষপটে প্রকল্পের আওতায় সৃজিত সম্পদ, অবকাঠামো সংরক্ষণ, ও চলমান কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ-

১। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা)আইন, ২০১২ এর ৫২ ধারা মোতাবেক ৮(আট)টি বিধিমালা প্রনয়ণ করতঃ গেজেট প্রজ্ঞাপন আকারে জারীর জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ইহার কার্যক্রম সম্পন্ন করা।
২। মহামায়া বিশেষ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এলাকা, যমুনা পাখির অভয়ারন্য, ইনানী বঙ্গবন্ধু জাতীয় উদ্যান, প্রেমতলী পাখি অভয়ারন্য, হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পাখি অভয়ারন্য, মিঠাপুকুর ইকোপার্ক ও হাতীবান্ধা ইকোপার্ক এবং নলুয়া ইকোপার্ক ঘোষনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩। চলমান কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৪। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা)আইন, ২০১২ এর সংশোধনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৫। ইকোটুরিজমের মাধ্যমে চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন করা।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ-

১। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প
২। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর এর এপ্রোচ রোড উন্নয়ন;
৩। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর প্রকল্প বাস্তবায়ন;
৪। সাফারী পার্ক দ্বয়ের অবকাঠামো নির্মাণ;
৫। বনায়ন ও পরিযায়ী পাখিদের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জন্য বড় পুকুর ও লেক খনন;
৬। সাফারী পার্কে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম;
৭। পর্যটকদের চলাচলের জন্য রাস্তা তৈরী;
৮। রক্ষিত এলাকা ঘোষণা এবং সম্প্রসারণ;
৯। রক্ষিত এলাকা সমূহের পর্যটন সুবিধার উন্নয়ন;
১০। ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারে প্রশিক্ষণ চালু;
১১। বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট শক্তিশালী করা।
১২। চুনতি রেমা-কালেঙ্গা, লাউয়াছড়া ৩টি অভয়ারণ্য এলাকায় SMART PATROLING চালু।

সেকশন ১:

১ রূপকল্প (Vision) : ২০২১ সনের মধ্যে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) :

আধুনিক প্রযুক্তি, সৃজনশীলতা ও জনগণের অংশগ্রহনে টেকসই বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন সংরক্ষণ ও বনের আচ্ছাদন (Forest Cover) বৃদ্ধি, প্রতিবেশগত সেবার (Ecosystem Servives) মানোন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১.৩.১.১ ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ

১.৩.১.২ বন সংরক্ষণ ও টেকসই বন ব্যবস্থাপনা

১.৩.১.৩ জনগণের অংশগ্রহণে বন সম্প্রসারণ

১.৩.১.৪ বনায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ (Mandatory Objectives)

১.৩.২.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বরাস্তবায়ন জোরদারকরণ
১.৩.২.২ কর্মপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
১.৩.২.৩ আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
১.৩.২.৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

১.৪ কার্যাবলি (Functions):

১.৪.১ বন সংরক্ষণ, বনজসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, বন সম্প্রসারণ উন্নয়ন ও বন জরিপ।

১.৪.২ বনায়ন, প্রাকৃতিক রিজেনারেশন সহায়তা প্রদান অবক্ষয়িত বনের পুনর্বাসন এবং বনজ সম্পদ উৎপাদন।

১.৪.৩ জীববৈচিত্র ও বন্যপ্রানী সংরক্ষণ, জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ইকোপার্ক ও সাফারী পার্ক স্থাপন।

১.৪.৪ বনজসম্পদ বাজারজাত করণ।

১.৪.৫ বন আইন, বন্যপ্রানী আইন এবং সংশ্লিষ্ট আইন বিধির প্রয়োগ ও নীতিমালার বাস্তবায়ন।

১.৪.৬ সামাজিক বনায়ন, সহ-ব্যবস্থাপনা ও ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।

১.৪.৭ বন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলা ।

সেকশন ২

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (টিহরঃ)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY 2018-19)					প্রক্ষেপণ)Projection(২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ)Projection(২০২০-২১
						২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
-১.ইকোসিস্টেম ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ	২৪	(১.১) বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির সংরক্ষণ	(১.১.১) সংরক্ষণের জন্য তালিকাভূক্ত প্রজাতির সংখ্যা	সংখ্যা	৮	৪	১৫						১৮	১৮
		(১.২) রক্ষিত এলাকার সম্প্রসারণ	(১.২.১) গেজেট প্রকাশ	সংখ্যা	৮	১	১	১	১	০	০	০		
		(১.৩) লেক, পুকুর ও জলাশয় খনন	(১.৩.১) খননকৃত জলাশয়ের আয়তন	ঘন মিটার লক্ষ	৮	০.৩০	১	১	১	০	০	০	২	৫
২.বন সংরক্ষণ ও টেকসই বন ব্যবস্থাপনা	৫৬	(২.১) বনায়ন	(২.১.১) বনায়নকৃত এলাকা (ব্লক)	হেক্টর	১২	১০০.০	৩০২	১০০	৮০	৭০	৬০	৫০	৪৪০	৪৪০
		(২.২) জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধার	(২.২.১) উদ্ধারকৃত বনের পরিমান	হেক্টর	৮	৩৫.০	৪৫৮.৯৫	১০০	৮০	৭০	৬০	৫০	১১৫	১১৫
		(২.৩) বন্যপ্রাণী পাচাররোধকল্পে পরিচালিত অভিযান	(২.৩.১) জব্দকৃত/উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণী	সংখ্যা হাজার	৮	৫.০	২১.৯৫	২০	১৫	১০	৮	৫	১.৫	১.৫
		(২.৪) বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত/ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপুরন প্রদান	(২.৪.১)ক্ষতিপুরন প্রদানের পরিমান	টাকা লক্ষ	৮	৪০.০	৪৫.২৫	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৫০	৫০
		(২.৫) দেওয়ানি মামলার জবাব দাখিল	(২.৫.১) জবাব প্রেরণ	সংখ্যা	৮	১২	৩২	৩০	২৫	২০	১৫	১০	২২	২২
		(২.৬) সাফারী/ইকোপার্ক ও অন্যান্য রক্ষিত এলাকায় দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা	(২.৬.১) ভ্রমনকারীর সংখ্যা	সংখ্যা লক্ষ	১২	৩৩.০	৩৬.৫	৩৫	৩০	২৫	২০	১৫	৫.১০	৫.১০

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY ২০১৮-১৯)				
						অসাধারণ (Excellent) ১০০%	অতি উত্তম (Very Good) ৯০%	উত্তম (Good) ৮০%	চলতি মান (Fair) ৭০%	চলতি মানের নিম্নে (Poor) ৬০%
১	২	৩	৪	৫	৬	৯	১০	১১	১২	১৩
১.৩.২ আবর্শিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Mandatory Objectives)										
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বরাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	মুল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	২৪ জুলাই, ২০১৮	২৯ জুলাই, ২০১৮	৩০ জুলাই, ২০১৮	৩১ জুলাই, ২০১৮	০১ আগস্ট, ২০১৮
		২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	মুল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৩ জানুয়ারী, ২০১৯	১৬ জানুয়ারী, ২০১৯	১৭ জানুয়ারী, ২০১৯	২০ জানুয়ারী, ২০১৯	২১ জানুয়ারী, ২০১৯
		সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	জনঘন্টা *	১	৬০	-	-	-	-
কর্মপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	৯	ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	ফ্রেন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিষ্টেমে আপলোডকৃত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫৫	৫০
			ই-ফাইলে নথি নিস্পত্তিকৃত*	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
			ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত **	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০
		উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন	ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	০৭ জানুয়ারী, ২০১৯	১৪ জানুয়ারী, ২০১৯	২১ জানুয়ারী, ২০১৯	২৮ জানুয়ারী, ২০১৯
		সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন	হালনাগাদকৃত সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০
			সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	১৫ জানুয়ারী, ২০১৯	০৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিস্পত্তিকৃত	%	১	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০
		পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি নিশ্চিতকরণ	পিআরএল আদেশ জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-
			ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-
আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৫	অডিট আপত্তি নিস্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	ব্রডসীট জবাব প্রেরিত	%	০.৫	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
			অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকৃত	%	০.৫	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
		স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা	স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারী,	১৭	২৮	২৮ মার্চ,	১৫ এপ্রিল,

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY ২০১৮-১৯)				
						অসাধারণ (Excellent) ১০০%	অতি উত্তম (Very Good) ৯০%	উত্তম (Good) ৮০%	চলতি মান (Fair) ৭০%	চলতি মানের নিম্নে (Poor) ৬০%
১	২	৩	৪	৫	৬	৯	১০	১১	১২	১৩
		প্রস্তুত করা				২০১৯	ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	২০১৯	২০১৯
			অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	২৮ মার্চ, ২০১৯	১৫ এপ্রিল, ২০১৯
		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত	তারিখ	১	১৫ জুলাই	৩১ জুলাই	-	-	-
		নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-
		তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	১০০	৯০	৮০	-	-

* জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী উক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।

** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।

*** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।

আমি, বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা, প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

---------------------------------------	২০/০৬/২০২৫
বন সংরক্ষক বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা	তারিখ
---------------------------------------	২০/৬/২৫
প্রধান বন সংরক্ষক বন অধিদপ্তর	তারিখ

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ

ক্রমিক নম্বর	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
(১.১.১)	সংরক্ষণের জন্য তালিকাভূক্ত প্রজাতির সংখ্যা	বিপন্ন প্রায় প্রজাতি সমূহের তালিকা ও অবস্থান নির্ধারণ করে সেগুলি সংরক্ষন	বন অধিদপ্তর	বন বিভাগের রেকর্ড এবং বন অধিদপ্তরের বাৎসরিক প্রতিবেদন	জীন পুল সংরক্ষণের লক্ষ্যে গৃহীত কারযক্রম
(১.২.১)	সম্প্রসারিত রক্ষিত এলাকার পরিমান	জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের লক্ষ্যে স্থাপিত রক্ষিত এলাকার বৃদ্ধি।	বন অধিদপ্তর	গেজেট নোটিফিকেশন	জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের লক্ষ্যে করণীয়।
(১.৩.১)	খননকৃত জলাশয়ের আয়তন	খননের মাধ্যমে জলাশয় পুনরুদ্ধার	বন অধিদপ্তর	বন বিভাগের রেকর্ড এবং বন অধিদপ্তরের বাৎসরিক প্রতিবেদন।	জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের লক্ষ্যে করণীয়।
(২.১.১)	বনায়নকৃত এলাকা (ব্লক)	নতুন উডলট বা কৃষি বাগান সৃজন।	বন অধিদপ্তর	প্লান্টেশন জার্নাল এবং বন অধিদপ্তরের বাৎসরিক প্রতিবেদন	বাজেট বরাদ্দের উপর নির্ভরশীল
(২.২.১)	উদ্ধারকৃত বনের পরিমান	অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের মাধ্যমে সরকারী সম্পত্তি পুনরুদ্ধার।	বন অধিদপ্তর	জবরদখল উচ্ছেদকৃত জায়গায় বনায়ন	সরকারী সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য পরিচালিত
(২.৩.১)	জব্দকৃত/উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণী	আভিযান পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধভাবে ধরা বন্যপ্রাণী উদ্ধার	বন অধিদপ্তর	উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণী পুনরায় জঙ্গলে প্রেরণ।	বন্যপ্রাণী উদ্ধারের জন্য পরিচালিত।
(২.৪.১)	বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত/ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপুরন প্রদান	বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত/ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপুরন প্রদান	বন অধিদপ্তর	চেকের পরিমান	
(২.৫.১)	দেওয়ানি মামলার জবাব দাখিল	বন বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত দেওয়ানি মামলার মাপ্যারাওয়াইজ জবাব সময়মত দাখিল	বন অধিদপ্তর	মামলা সংক্রান্ত নথিপত্র	
(২.৬.১)	ভ্রমনকারীর সংখ্যা	সাফারী/ইকোপার্ক ও অন্যান্য রক্ষিত এলাকায় দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা	বন অধিদপ্তর	বনঅধিদপ্তরের রেকর্ড	

সংযোজনী ৩: অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদার মাত্রা উল্লেখ করুন	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
সরকারী	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	১.২.১ রক্ষিত এলাকার সম্প্রসারণ	গেজেট নোটিফিকেশন	গেজেট প্রকাশ	১০%	
সরকারী	জেলা প্রশাসন এবং বিচার বিভাগ	২.২.১ উদ্ধারকৃত বনের পরিমান	অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা। বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি।	The govt and local authority lands and buildings (recovery of possession) ordinance, ১৯৭০ প্রয়োগের মাধ্যমে জবরদখল উচ্ছেদ।। বিচারাধীন মামলা নিষ্পত্তি ব্যতীত বন পুনরুদ্ধার সমভব নয়।	৮০%	জবরদখলকৃত বন পুনরুদ্ধার করা দুষ্কর হবে।
সরকারী	আইন শৃঙ্খলা বাহিনী	২.৩.১ জব্দকৃত/উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণী	অবৈধভাবে ধরা বন্যপ্রাণী উদ্ধারের জন্য অভিযান পরিচালনা।	জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।	৪০%	বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পাবে । জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ দুষ্কর হবে।
সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা	আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও ট্যুর অপারেটর	(২.৬.১) ভ্রমনকারীর সংখ্যা	ভ্রমনকারীদের নিরাপত্তা প্রদান এবং ভ্রমনের জন্য উপযুক্ত সুবিধা প্রদান।	সংরক্ষণমুখী বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ নিশ্চিত করা। এতে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	২০%	বন অপরাধ বৃদ্ধি পাবে বনজসম্পদ বিনষ্ট হবে।

*চাহিদার মাত্রা নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি নাই।